জেলা পরিষদ কার্যালয়
লালমনিরহাট।
www.zplalmonirhat.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.৪২.৫২০০.০০২.৩৬.০০২.২৫-৫৬৮

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ১০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

## ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে খেয়াঘাট ইজারা প্রদানের নিমিত্ত পুনঃ দরপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, লালমনিরহাট জেলা পরিষদের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত ০৪ (চার) টি খেয়াঘাট ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে উল্লিখিত শর্ত প্রতিপালনসাপেক্ষে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ/পেশাদার পাটনিদের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে নিম্নবর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী অফিস চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত সিডিউল বিক্রয় মূল্য (অফেরতযোগ্য) পরিশোধসাপেক্ষে প্রত্যেকটি ঘাটের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারিত দরপত্র আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন ফরমসমূহ উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী সীলমোহরযুক্ত খামে খেয়াঘাটের নাম উল্লেখপূর্বক দাখিল করতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলি মোতাবেক অসম্পূর্ণ আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

**"দরপত্রের বিস্তারিত বিবরণ"**

| | | |
|---|---|---|
| ০১. | দরপত্র প্রাপ্তি ও দাখিলের স্থান | জেলা পরিষদ কার্যালয়, লালমনিরহাট |
| ০২. | দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ ও সময় | ১১/ ০৮/ ২৫ খ্রি. সকাল ০৯. ০০ টা |
| ০৩. | দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময় | ১৭/ ০৮/ ২০২৫ খ্রি. বিকাল ০৫.০০ টা |
| ০৪. | দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময় | ১৮/ ০৮/ ২০২৫ খ্রি. দুপুর ১.০০ ঘটিকা |
| ০৫. | দরপত্র খোলার তারিখ ও সময় | ১৮/ ০৮/ ২০২৫ খ্রি. দুপুর ১.৩০ ঘটিকা |

### খেয়াঘাটসমূহের তালিকা

| ক্র | খেয়াঘাটের নাম | নদীর নাম | উপজেলার নাম | নুন্যতম সরকারি মূল্য (টাকা) | সিডিউল মূল্য (অফেরতযোগ্য) |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | চিল্লা চিল্লার ঘাট | তিস্তা নদী | সদর | ১, ৮২, ৬০০/ - | ২, ০০০/ - |
| ০২. | ভোটমারী ঘাট | তিস্তা নদী | কালীগঞ্জ | ৮, ৫০, ০০০/ - | ৯, ০০০/ - |
| ০৩. | দিনহাটা সিন্দুর্ণা ঘাট | তিস্তা নদী | হাতীবান্ধা | ৩৯, ৩৭১/ - | ৫০০/ - |
| ০৪. | ধুবনী ঘাট | তিস্তা নদী | হাতীবান্ধা | ২৪, ২০০/ - | ৫০০/ - |

### শর্তাবলি

১। বছরের যে সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ জুলাই, ২০২৫ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর বলে গণ্য হবে।

২। কোন দরদাতা পূর্বে কোন খেয়াঘাটের জন্য দরপত্র দাখিল করে থাকলে এবং তার পূর্বের দাখিলকৃত দর বৃদ্ধি করতে আগ্রহী হলে তা স্পষ্টভাবে দরপত্রে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে এই দরপত্র বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত দর ও পূর্বের দাখিলকৃত দরের যোগফল তার দাখিলকৃত মোট দর হিসাবে গণ্য হবে।

৩। দাখিলকৃত দর এবং দাখিলকৃত দরের উপর ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট এর মোট মূল্য মানের পে-অর্ডার "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট" এর অনুকূলে যে কোন তফশিলি ব্যাংক হতে ইস্যু করে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

৪। দরপত্র দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট খেয়াঘাট সরেজমিনে পরিদর্শন করে দরপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে খেয়াঘাট সংক্রান্ত কোন আপত্তি/অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫। দরপত্রের উদ্ধৃত দর অংকে ও কথায় পরিষ্কার ভাবে লিখতে হবে। দরপত্রে কোন প্রকার কাঁটাকাঁটি/ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হবে না। খামের উপরিভাগে সংশ্লিষ্ট ঘাটের নাম উল্লেখপূর্বক প্রতিটি খেয়াঘাটের জন্য পৃথক সীলমোহরযুক্ত দরপত্র দাখিল করতে হবে।

ZP/2-Microsoft Word/1

CamScanner

৬। নির্ধারিত সময়ের পরে কোন দরপত্র আবেদন ফরম বিক্রয় করা হবে না এবং দরপত্র দাখিল করতে দেয়া হবে না।

৭। অনুমোদিত দরপত্রদাতাকে পত্র প্রাপ্তির ৭( সাত) দিনের মধ্যে ৩০০/-(তিন শত) টাকার ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে জেলা পরিষদ বরাবরে চুক্তি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট ঘাটের দখলনামা গ্রহণ করতে হবে। চুক্তি না করলে দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত পে- অর্ডারসমূহ জেলা পরিষদের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে দাখিলকৃত দরপত্র বাতিলপূর্বক পুনরায় ইজারা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৮। জেলা পরিষদের নির্ধারিত টোলরেট অনুসারে টোল/ মাশুল আদায় করতে হবে এবং টোলরেটের সাইনবোর্ড খেয়াঘাটের উভয় পার্শ্বে সকলের জন্য দৃশ্যমান স্থানে ইজারাদারকে নিজ খরচে স্থাপন করতে হবে। নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত ভাড়া বা অযৌক্তিক ভাড়া আদায় করা যাবে না।

৯। শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানি কমে গেলে বা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে খেয়াঘাট/ফেরীঘাটের যাত্রী,মালামাল ও যানবাহন পারাপারের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে খেয়াঘাট স্থানান্তর করা যাবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১০। ঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লে পারাপারের জন্য ইজারাদারকে নিজ ব্যয়ে সংযোগ সাঁকো তৈরি করে দিতে হবে। তবে নদীর পাড়ের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

১১। খেয়া হতে নামার স্থান বা ঘাটের উভয় পাশে যাত্রীদের বিশ্রামের ঘর ও শৌচাগার ইজাদারকে নিজ খরচে তৈরী করতে হবে ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে ।

১২। ঘাট পারাপারের আরোহী ও সাধারণ জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা ইজারাদারকে নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে জলযান দুর্ঘটনায় পতিত হলে জেলা পরিষদ কোন দায় বহন করবে না।

১৪। নির্ধারিত তারিখে কোন কারণে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হলে ছুটির পরের দিন যথানিয়মে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

১৫। খেয়া ঘাটের সীমানার ভিতরে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত অনুমতি ব্যতীত কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না।

১৬। সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট খেয়াঘাটের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে খেয়াঘাটের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত খেয়াঘাটের সকল অধিকার, স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা পরিষদ, লালমনিরহাটের উপর ন্যস্ত হবে।

১৭। কোন ঘাট সম্পর্কে কোন বিজ্ঞ আদালতের কোনরূপ আদেশ/নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টি গোচরীভূত হলে এ বিষয়ে বিধিমতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৮। তথ্য গোপন করে অথবা ভুল তথ্য পরিবেশন করে যদি কেউ ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তবে তার দাখিলকৃত দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কোন ইজারাদার খেয়াঘাট ইজারা পেলে এবং তা যে কোন পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ জ্ঞাত হলে সেই ইজারা তৎক্ষনাৎ বাতিল মর্মে পরিগণিত হবে। পরবর্তীতে ঐ খেয়াঘাট ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে পুনরায় দরপত্র আহবান করা হবে।

১৯। জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় খেয়াঘাট পরিদর্শনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

২০। বিজ্ঞপ্তির শর্তসমূহ এবং সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী অবশ্যই সকল দরপত্র দাতাকে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় তার ইজারা বাতিল করে পুনরায় ইজারা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২১। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন/সকল দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

বিস্তারিত অন্যান্য সকল তথ্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে ।

১৩/০৪/২৫

(মোঃ ফিরোজ হোসেন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট।
মোবাইলঃ ০১৩১৭৪৭৭৮৪৮

ZP/2-Microsoft Word/2

CamScanner

জেলা পরিষদ কার্যালয়
লালমনিরহাট।
www.zplalmonirhat.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.৪২.৫২০০.০০২.৩৬.০০২.২৫-৫৬৮

তারিখ: ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ / ১০ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৩। জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট।
৪। প্রশাসক, জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট।
৫। পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট।
৬। প্রশাসক, পৌরসভা, লালমনিরহাট। [ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধসহ]
৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), লালমনিরহাট।
৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ/ গণপূর্ত, লালমনিরহাট।
[ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধসহ]
৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লালমনিরহাট সদর/ কালীগঞ্জ/ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
[ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধসহ]
১০। সহকারী কমিশনার (ভূমি), লালমনিরহাট সদর/ কালীগঞ্জ/ হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।
[ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধসহ]
১১। চেয়ারম্যান, ----------ইউনিয়ন পরিষদ, ----------উপজেলা, লালমনিরহাট।
১২। দারোয়ান কাম-কেয়ারটেকার, সদর/ কাকিনা/ তুষভাণ্ডার/ হাতীবান্ধা ডাকবাংলো।
[স্থানীয় হাট/বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।]
১৩। সমস্ত খেয়াঘাটের ইজারাদারগণ, লালমনিরহাট।
১৪। সম্পাদক, ----------পত্রিকা, জেলা শাখা, লালমনিরহাট।
১৫। জনাব ----------

১০/০৮/২৫
(মোঃ ফিরোজ হোসেন)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট।
মোবাইলঃ ০১৩১৭৪৭৭৮৪৮

ZP/2-Microsoft Word/3

CamScanner